



50180 - কতটুকু কষ্ট হলে ফরয নামায় বসে পড়া জায়যে?

প্রশ্ন

কখন রোগীর জন্য নামায় বসে পড়া জায়যে। কনেনা হতে পারে তর্নি দাঁড়ানোর ধকল নতিে পারনে; কনিতু তীব্র কষ্ট হয়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

ইতপূর্ববে 50684 নং প্রশ্ননোত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কয়াম (দাঁড়ানো) ফরয নামায়ের একটি রুকন (আবশ্যকীয় কাঠামো)। সুতরাং যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম সে বসে নামায় পড়লে শুদ্ধ হবে না। এই রুকনটি নামায়ের অন্য ওয়াজবিসমূহের মত ওজর থাকলে মওকুফ হয়ে যায়।

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৪/২০১) বলেন:

“উম্মাহ এই মরম্বে ইজমা করছে— যে ব্যক্তি ফরয নামায়ে দাঁড়াতে অক্ষম সে বসে নামায় পড়বে; তাকে নামায় পুনরাবৃত্তি করতে হবে না। আমাদের মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: দাঁড়িয়ে নামায় পড়ার সওয়াব থেকে তার সওয়াব কম হবে না। কনেনা সেই ব্যক্তি ওজরগ্রস্ত। সহহি বুখারীতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যদি কোন বান্দা অসুস্থ হয় কথিবা সফরে থাকে সে সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় যে আমল করত তার জন্য তাই লখে হবে।”[সমাপ্ত]

দাঁড়ানো মওকুফ হওয়া ও বসে ফরয নামায় আদায় করা সংক্রান্ত ওজররে মূলনীতি:

১। দাঁড়াতে অক্ষম হওয়া।

২। রোগ বেড়ে যাওয়া।

৩। আরোগ্য লাভ বলিম্বতি হওয়া।

৪। এত তীব্র কষ্ট হওয়া যে, নামায়ের খুশু নষ্ট করে দেয়; যদি এর চয়েে কম কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায় পড়া জায়যে হবে না।

ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তর্নি বলেন: “আমার অর্শ রোগ ছিল। সে প্রসঙ্গে আমি নবী সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসে করছিলাম। তিনি বললেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে; যদি দাঁড়াতে না পার তাহলে বসে পড়বে। যদি বসতে না পার তাহলে কাত হয়ে শুয়ে নামায পড়বে। [সহিহ বুখারী (১১১৭)]

হাফযে ইবনে হাজার বলেন:

“হাদিসের ভাষ্য: যদি দাঁড়াতে না পার’ -এর মাধ্যমে ঐ সকল আলমে দলিল দেন যারা বলেন যে, দাঁড়াতে অক্ষম না হলে বসা যাবে না। কাযী ইয়ায এটি ইমাম শাফযেই থেকে বর্ণনা করছেন। ইমাম মালকে, আহমাদ ও ইসহাক্ব থেকে বর্ণিত আছে যে, সক্ষমতা শূণ্য হওয়া শরত নয়; বরং কষ্ট পাওয়াই যথেষ্ট। শাফযেই মাযহাবের সুবদিতি অভিমত হলো: সক্ষমতা না থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্চে— দাঁড়াতে তীব্র কষ্ট হওয়া কথিবা রোগ বড়ে যাওয়া কথিবা মৃত্যুর আশংকা করা; কএিচ্চি কষ্ট হওয়া যথেষ্ট নয়। তীব্র কষ্টের মধ্যে পড়বে: জাহাজে আরোহী দাঁড়িয়ে নামায পড়লে মাথা ঘুরানো এবং ডুবে যাওয়ার আশংকা করা।

জমহুরের অভিমতের পক্ষে প্রমাণ করে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস যা তাবারানী সংকলন করছেন: “সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে বসে পড়বে। যদি তাতে কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে পড়বে।” [ফাতহুল বারী থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্বাসের যে হাদিসটি ইবনে হাজার উল্লেখ করছেন সটে আল-হাইছামী তাঁর ‘মাজমাউয যাওয়াদে’ গ্রন্থে (২৮৯৭) উল্লেখ করে বলেন: ‘হাদিসটি তাবারানী ‘আল-আওসাত’ গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেছেন: ইবনে জুরাইজ থেকে হাদিসটি হালস বনি মুহাম্মদ আদ-দাবাঈ ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেনি। আমি (হাইছামী) বললাম: কেউ তার পরিচয় লিখেনি মর্মে আমি পাইনি। অন্য বর্ণনাকারীগণ ছকিহ (নির্ভরযোগ্য)। [সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা ‘আল-মুগনী’ (১/৪৪৩) বলেন:

“যদি তার পক্ষে দাঁড়ানো সম্ভবপর হয়; কিন্তু সে রোগ বড়ে যাওয়া, কথিবা সুস্থতা বলিম্বতি হওয়া কথিবা তীব্র কষ্ট হওয়ার আশংকা করে— তাহলে সে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে। এমন কথা ইমাম মালকে ও ইসহাক্ব বলেছেন; আল্লাহ তাআলার বাণী: “তিনি দীনরে ক্ষতেরে তোমাদের উপর কোনো কষ্ট আরোপ করেনি” [সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮]-এর প্রক্ষেপিত। আর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার দায়িত্বারোপের মধ্যে কষ্ট রয়েছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে ডান পার্শ্ব যখন জখম হয়েছিল তখন তিনি বসে নামায পড়ছিলেন। বাহ্যতঃ বুঝা যায়, তিনি বলিকুল দাঁড়াতে সক্ষম ছিলেন না; এমনটাই নয়। কিন্তু দাঁড়াতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তাই দাঁড়ানো তাঁর থেকে মওকুফ হয়েছে।” [সমাপ্ত]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’-তে (৪/২০১) বলেন:

“আমাদের মাযহাবের আলমেগণ বলেন: অক্ষমতার ক্ষতেরে দাঁড়াতে না-পারা শরত নয় এবং কএিচ্চিকর কষ্ট হওয়াও যথেষ্ট নয়। বরং ধর্তব্য হলো স্পষ্ট কষ্ট। যদি কেউ তীব্র কষ্ট কথিবা রোগবৃদ্ধি কথিবা এ ধরণের কছির ভয় করে কথিবা জাহাজেরে আরোহী পানতি পড়ে যাওয়া কথিবা মাথা ঘুরানোর আশংকা করে— তাহলে বসে নামায পড়বে এবং নামাযটি পুনরায় পড়তে হবে



না। ইমামুল হারামাইন বলেন: অক্ষমতাকে বধিবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে আমার মত হলো: দাঁড়ানোর প্রকেষতিতে এমন কষ্ট হওয়া যা নামাযের খুশু (মনোযোগ) নষ্ট করে দেয়। কনেনা খুশু নামাযের মূল উদ্দেশ্য।”[সমাপ্ত]

ইমামুল হারামাইন যা নির্বাচন করছেন শাইখ উছাইমীন সটোকহেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন: কষ্টেরে বধি হলো— যার মাধ্যমে খুশু নষ্ট হয়। খুশু হচ্ছে অন্তরে উপস্থিতি ও স্থিতিশীলতা। যদি দাঁড়ালে তীব্র আতঙ্কে থাকে, মন স্থিতিশীল না হয় এবং তীব্র কষ্টেরে কারণে কামনা করে যে, সূরা ফাতহির শেষে পর্যন্ত পৌঁছলে রুকু করে ফলেবে: তাহলে এই ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানোটা কষ্টকর। তিনি বসে নামায পড়বেন।”[আল-শারহুল মুমতী (৪/৩২৬) থেকে সমাপ্ত]